দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দুরবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মিরপুর ১৪, ভাষাণটেকে অবস্থিত একমাত্র সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ডিপ্লোমাধারী শিক্ষক চিকিৎসক নিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমানে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালনায় ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ ২৭ বছরে কলেজের শিক্ষা ও চিকিৎসার মান লজ্জাকর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে ১০ জন হোমিওপ্যাথিক শিক্ষক অবসরে গিয়েছেন। এই সুযোগে হাসপাতালে কর্মরত সিএ, মেডিকেল অফিসার, জরুরি মেডিকেল অফিসার স্থানীয় আদেশে ভবিষ্যতে প্রফেসার হবার আশায় কলেজে শূন্য বিপরীতে চলতি দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত। এই মেডিকেল অফিসারদের কাছে আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠ নিচ্ছি। ১৯৯৯ সালে কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ৭ জন ডিগ্রিধারী অনারারি শিক্ষকের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য ২০০৮ সালে মহামান্য হাইকোর্ট এ কলেজে এমবিবিএস ডাক্তারদের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। অথচ সার্ভিস রুলে কর্মরত মেডিকেল প্রফেসর এবং এমবিবিএস ডাক্তারদের কলেজে ও হাসপাতালে বিভিন্নপদে নিয়োগের সুযোগ রেখে মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করা হয়েছে। রাজস্বখাতে যে দুই জন হোমিও শিক্ষক আছেন তাঁরাও ঠিকমতো ক্লাস নেন না। দুর্নীতিবাজ একটি চক্রের কারণে ১০০ বেডের হাসপাতাল ও কলেজের শিক্ষার করুণ দশা। একাডেমিক হাসপাতাল ও কলেজের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। মা-বাবার কষ্টের অর্থ ব্যয় করে এখানে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছি। আমরা পড়তে চাই। চিকিৎসক হতে চাই। পরিশেষে, সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যে যে ভাবে যে স্থানে নিয়োগ লাভ করেছে সে সেই পদে ফিরে যাওয়া, প্রশাসনের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, সার্ভিস রুল পরিবর্তন এবং যোগ্যতম শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা ও চিকিৎসার মান সমুন্নত রাখার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ